অনলাইন ভর্তির ক্ষেত্রে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তি নির্দেশিকা

বাংলাদেশ আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

Website: www.xiclassadmission.gov.bd

ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

সাধারণ নির্দেশনা

► গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সকল কলেজ/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে (অনলাইন) আবেদন করা যাবে।

► ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ হতে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ রাত ৮:০০টা পর্যন্ত একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে (অনলাইন) আবেদন করা যাবে। **অনলাইন আবেদন পোর্টালঃ** www.xiclassadmission.gov.bd

► ভর্তি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সময়সূচি, ভর্তি নির্দেশিকা, আবেদনের নিয়মাবলী এবং ফলাফল নির্ধারিত ওয়েবসাইট www.xiclassadmission.gov.bd থেকে জানা যাবে।

► এই ভর্তি নির্দেশিকার যে কোন ধারা/নিয়মাবলীর সংশোধন, সংযোজন বা বাতিল করার অধিকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

► অনলাইন আবেদন পোর্টালে সর্বনিম্ন ৫টি এবং সর্বোচ্চ ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (কলেজ/মাদ্রাসা) পছন্দক্রম নির্বাচনের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করার জন্য ২২০/- আবেদন ফি (সার্ভিস চার্জ ব্যতিত) প্রযোজ্য হবে। অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম/গেইটওয়ে-এর মাধ্যমে (বিকাশ, সোনালী ই-সেবা, সোনালী ওয়েব, DBBL রকেট, UCB উপায়, নগদ, এবং SSLCOMMERZ) বিভিন্ন ব্যাংক, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, এবং মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করে আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে।

► সর্বোচ্চ ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (কলেজ/মাদ্রাসা) পছন্দক্রম নির্বাচন করে আবেদন দাখিল করা যাবে, তবে একই প্রতিষ্ঠানের একাধিক শিফট/ভার্সন/গ্রুপ নির্বাচন করা যাবে।

► ইন্টারনেটে (অনলাইন) আবেদনে শিক্ষার্থীর কোন তথ্য অসত্য, ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে তার আবেদন/চূড়ান্ত ভর্তি বাতিল করার অধিকার শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

▶ আবেদনকারী শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী কোনো কোটার জন্য যোগ্য হলে অনলাইন আবেদনের সময় তা যথাযথভাবে উল্লেখ করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভর্তির সময় যথাযথ ডকুমেন্টস দাখিল করবে। কলেজ নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীর অনলাইন আবেদনে উল্লেখিত কোটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিবেচিত হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভর্তির সময় কোটা সংক্রান্ত যথাযথ ডকুমেন্টস দাখিল করতে ব্যর্থ হলে ভর্তি বাতিল হবে।

▶ প্রথমবার আবেদনের সময় শিক্ষার্থীকে অনলাইন আবেদন পোর্টালের (www.xiclassadmission.gov.bd) মাধ্যমে একটি Account তৈরি করতে হবে। এই জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়েব পোর্টালে গিয়ে প্রথমে EDU আইডির জন্য আবেদন করতে হবে। EDU আইডির আবেদন ফর্ম পূরণ করার সময় শিক্ষার্থীকে নিজের/অভিভাবকের একটি মোবাইল নম্বর দিতে হবে। মোবাইল নম্বরটি সঠিকভাবে প্রদান করা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন কেননা পরবর্তীতে আবেদন এবং ভর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এই নম্বরটির প্রয়োজন হবে এবং ভর্তি সম্পর্কিত তথ্যাদি এই নম্বরে পাঠানো হবে। EDU আইডি সফলভাবে তৈরি হলে প্রদত্ত মোবাইল নাম্বারে একটি পিন যাবে। EDU আইডি ("ইউজার আইডি" হিসাবে) এবং উক্ত পিন ("পাসওয়ার্ড") হিসাবে ব্যবহার করে অনলাইন পোর্টালে লগইন করা যাবে।

▶ অনলাইন আবেদন পোর্টালে Account তৈরির সময় একাধিক শিক্ষার্থীর জন্য একই মোবাইল নম্বর ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর মোবাইল নম্বর ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে।

▶ অনলাইন আবেদনের সময় শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিফট/ভার্সন/গ্রুপ অনুযায়ী তার পছন্দক্রম সরাসরি ইনপুট দিতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী তার পছন্দক্রম বিবেচিত হবে।

▶ আবেদনের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বার কলেজের পছন্দক্রম ও কলেজ পরিবর্তন করতে পারবে। প্রথম পর্যায়ের আবেদনের তারিখ ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ হতে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (রাত ৮:০০টা পর্যন্ত)। তবে প্রাথমিক নিশ্চায়নের পর আবেদনে আর কোন পরিবর্তন করা যাবে না।

▶ প্রাথমিকভাবে এক (০১) টি পর্যায়ে ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত পর্যায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। একজন শিক্ষার্থীকে তার মেধা, কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও পছন্দক্রমানুযায়ী একটি মাত্র কলেজের জন্য নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থী নিজেই অনলাইনে বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য ফি বাবদ ৩৪০/- টাকা (সার্ভিস চার্জ ব্যতিত) জমা দিয়ে নির্বাচন নিশ্চায়ন করবে। প্রাথমিক নিশ্চায়ন সাপেক্ষে প্রতি পর্যায়ে পছন্দক্রমানুযায়ী অটোমাইগ্রেশন হবে এবং, প্রযোজ্য হলে, মাইগ্রেশন সর্বদাই পছন্দক্রমানুসারে উপরের দিকে যাবে। তবে শিক্ষার্থীরা চাইলে নিজ Account এ লগইন করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাইগ্রেশনের অপশনটি যেকোন পর্যায়ের জন্য খোলা অথবা বন্ধ রাখতে পারবে।

১। ভর্তির যোগ্যতা ও গ্রুপ নির্বাচনঃ

১.১ ২০২৪, ২০২৫ ও ২০২৬ সালে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলি পূরণ সাপেক্ষে কোন কলেজ/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

১.২ বিদেশি কোন বোর্ড বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তার সনদের মান নির্ধারণের পর উপবিধান (১.১) এর অধীনে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

১.৩ ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ-এ গ্রুপ নির্বাচন করতে পারবে, যথাঃ

i) সাধারণ শিক্ষা বোর্ড হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রেঃ

(ক) বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের যে কোনটি। তবে বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী অন্য বিভাগে একবার ভর্তি হওয়ার পর পরবর্তীতে আর বিজ্ঞান গ্রুপে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না;

(খ) মানবিক গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের যে কোনটি এবং

(গ) ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক গ্রুপের যে কোনটি।

ii) মাদ্রাসা বোর্ড হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রেঃ

(ক) বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, সাধারণ গ্রুপ ও মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপের যে কোনটি;

(খ) সাধারণ গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাধারণ গ্রুপ ও মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপের যে কোনটি;

(গ) মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাধারণ ও মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপের যে কোনটি;

iii) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রেঃ

(ক) এসএসসি (ভোক)/ দাখিল (ভোক) গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের যে কোনটি।

(খ) দাখিল (ভোক) গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, সাধারণ গ্রুপ ও মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপের যে কোনটি।

iv) সকল বোর্ড এর সকল গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ইসলামিক স্টাডিজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও সংগীত গ্রুপের যে কোনটি।

২। ভর্তির আবেদন দাখিলের জন্য করণীয়ঃ

অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে, এক্ষেত্রে নিচে প্রদত্ত ধাপসমূহ **২.১ - ২.৫** অনুসরণ করতে হবে। **ধাপসমূহের বিস্তারিত পদ্ধতি পোর্টালের হোম পেইজ-এ প্রদর্শিত "ইউজার ম্যানুয়াল"-এ বর্ণনা করা হয়েছে।**

ধাপসমূহ	অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদনের জন্য করণীয়
২.১ অনলাইন আবেদন পোর্টালে Account তৈরি	Account তৈরির প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ননা করা হল। (ক) অনলাইন আবেদন পোর্টাল-এ (www.xiclassadmission.gov.bd) প্রথমে "লগইন" বাটনে এবং পরবর্তীতে "সাইন আপ" বাটনে ক্লিক করলে Account তৈরীর জন্য আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। (খ) শিক্ষার্থী তার এসএসসি/সমমান পরীক্ষার বোর্ডের নাম, পাশের সাল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, রোল নম্বর, এবং নিজের/অভিভাবকের মোবাইল নম্বর প্রদান করে জমা (Submit) দিলে একটি EDU আইডি তৈরী হবে, এবং একটি পিন (পাসওয়ার্ড) প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে

ধাপসমূহ	অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদনের জন্য করণীয়
	প্রেরন করা হবে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বরের পরিবর্তে জিপিএ (GPA) ইনপুট দিতে হবে। (গ) EDU আইডি ("ইউজার আইডি" হিসাবে) এবং মোবাইলে প্রাপ্ত পিন ("পাসওয়ার্ড" হিসাবে) ব্যবহার করে অনলাইন পোর্টালে লগইন করা যাবে এবং আবেদন দাখিল করা যাবে।
২.২ আবেদন ফি প্রদান	(ক) আবেদন দাখিল করার পূর্বে শিক্ষার্থীকে আবেদন ফি পরিশোধ করতে হবে। অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম/গেইটওয়ের মাধ্যমে (বিকাশ, সোনালী ই-সেবা, সোনালী ওয়েব, DBBL রকেট, UCB উপায়, নগদ, এবং SSLCOMMERZ) বিভিন্ন ব্যাংক, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, এবং মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করে আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে। (খ) আবেদন পোর্টালের হোম পেইজ-এ "ফি প্রদান পদ্ধতি" মেনু থেকে পেমেন্ট সিস্টেম/গেটওয়েগুলোর নির্দেশনা অনুসরণ করে আবেদন ফি পরিশোধ করতে হবে। (গ) কোন অবস্থাতেই আবেদন ফি প্রদান না করে আবেদন দাখিল করা যাবে না।
২.৩ আবেদন দাখিল করা	(ক) আবেদন ফি জমা করার পর আবেদন পোর্টালে লগইন করে Student Dashboard এ যেতে হবে। (খ) Dashboard এর সাইডবারের "আবেদন" মেনু থেকে "আবেদন করুন"-এ ক্লিক করলে আবেদন জমা দেয়ার পেইজটি দেখা যাবে। এই পেইজ-এ পছন্দমত কলেজ বাছাই করে আবেদন জমা দিতে হবে। লক্ষ্যনীয় যে, শুধুমাত্র ওই সমস্ত শিফট/ভার্সন/গ্রুপ সমূহই শিক্ষার্থী তার আবেদনে সময় দেখতে পাবে যেগুলি বাছাই করার ন্যূনতম যোগ্যতা তার রয়েছে। (গ) আবেদন দাখিল করার পর সাইডবারের "আবেদন" মেনু থেকে "আবেদন দেখুন" অপশন-এ ক্লিক করলে আবেদনকৃত কলেজ সমূহ ও পছন্দক্রম দেখা যাবে। আবেদনকারী চাইলে "পিডিএফ ডাউনলোড করুন" বাটন ক্লিক করে তার আবেদন সম্পর্কিত তথ্যসমূহ Download করে নিতে পারবে । (ঘ) আবেদন ফি সঠিকভাবে জমা হয়েছে কিনা যাচাই করার জন্য সাইডবারের "পেমেন্টের ইতিহাস" মেনুতে ক্লিক করে ফি জমার বিস্তারিত তথ্য দেখা যাবে।
২.৪ কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	(ক) শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ১% (অনলাইন আবেদন পোর্টালে EQ1 হিসাবে চিহ্নিত) এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ১% (অনলাইন আবেদন পোর্টালে EQ2 হিসাবে চিহ্নিত) সহ মোট ২% শিক্ষা কোটা (EQ) মহানগর, বিভাগীয় ও জেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সংরক্ষিত থাকবে। এই শিক্ষা

ধাপসমূহ	অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদনের জন্য করণীয়
	কোটার আওতায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে কাঙ্খিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রুপ, শিফট এবং ভার্সন Select করার সময় EQ1/EQ2 কোটা Select করতে হবে। যদি আবেদনকারী সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে তারা তাদের নিজেদের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। উপর্যুক্ত কোটায় যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে এ আসনসমূহ কার্যকরী থাকবে না। আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক দপ্তর প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজস্ব দপ্তরের প্রধান হলে সেক্ষেত্রে তাঁর একধাপ উপরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। পরবর্তীতে কলেজ/মাদ্রাসা কর্তৃক যাচাইকরণ হবে বিধায় কোটার অপশন (Option) দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। (খ) মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যার ভর্তির জন্য ৫% আসন সংরক্ষিত থাকবে। এ কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী আবেদন পোর্টাল হতে আবেদন সাবমিট করার সময় Freedom Fighter কোটা Select করবে। যদি আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে তারা তাদের নিজেদের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে মেধা তালিকা থেকে উক্ত আসনে ভর্তি করা হবে। কোন অবস্থায় আসন শূন্য রাখা হবে না। এই কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে **যথাযথ কর্তৃপক্ষ (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালায়) কর্তৃক ইস্যুকৃত মুল সনদ পত্র থাকতে হবে** এবং পরবর্তীতে কলেজ/মাদ্রাসা কর্তৃক যাচাইকরণ হবে বিধায় কোটার অপশন (Option) দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। (গ) যে সকল প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোটা (SQ) অনুমোদিত আছে - সে সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সন্তানগণ এই বিশেষ কোটার জন্য আবেদন করতে পারবে। এই কোটার আওতায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে কাঙ্খিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রুপ, শিফট এবং ভার্সন Select করার সময় SQ কোটা Select করতে হবে। উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহ বিশেষ কোটা আবেদনকারীদের আবেদন অনুমোদন করবেন।
২.৫ আবেদন পরিবর্তন	(ক) একজন শিক্ষার্থী প্রথমবার আবেদন দাখিল করার পর আবেদনের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বার আবেদন পরিবর্তন করতে পারবে। এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থী আবেদন পোর্টালের সাইডবারে থাকা "আবেদন" মেনু থেকে "আবেদন আপডেট করুন" অপশন এ ক্লিক করে আবেদনের কলেজ ও কলেজের পছন্দক্রম পরিবর্তন করতে পারবে।

৩। মেধামান নির্ধারণঃ

৩.১ একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা-২০২৬ অনুসরণপূর্বক ভর্তির ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও মেধামান নির্ণয় করা হবে। আবেদনকারীদের বিভিন্ন কলেজ/মাদ্রাসা/সমমানের প্রতিষ্ঠানে আবেদন অনুসারে ঐ প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট গ্রুপ/শিফট/ভার্সন, আসন সংখ্যা, আবেদনকারী প্রদত্ত পছন্দক্রম এর ভিত্তিতে এবং নিম্ন বর্ণিত (ধারা-৩.২-৩.৪) নিয়মানুযায়ী মেধামান নির্ধারণপূর্বক একজন আবেদনকারী শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত করা হবে।

৩.২ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ৯৩% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যা মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ১% এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ১% সহ মোট ২% কোটা (EQ) মহানগর, বিভাগীয় ও জেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সংরক্ষিত থাকবে। মোট ৫% আসন মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যাদের ভর্তির জন্য সংরক্ষিত থাকবে। উপর্যুক্ত কোটায় যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে কোটার আসন কার্যকরী থাকবে না, অর্থাৎ উক্ত আসনে মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। যদি আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। শিক্ষা কোটার জন্য ভর্তির সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক দপ্তর প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজস্ব দপ্তরের প্রধান হলে সেক্ষেত্রে তাঁর একধাপ উপরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যার সনাক্তকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্র/গেজেটের সত্যায়িত কপি ভর্তির সময় দাখিল করতে হবে এবং মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে।

৩.৩ (ক) এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-র ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

(খ) সমান জিপিএ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ক্ষেত্রে গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন সালের গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করা হবে।

(গ) বিজ্ঞান গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত/জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে।

(ঘ) দফা গ এর বিধান সত্ত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে।

(ঙ) মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে।

(চ) এক গ্রুপের প্রার্থী অন্য গ্রুপ্রে ভর্তির ক্ষেত্রে জিপিএ একই হলে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইকল্পে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন না হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে।

৩.৪ স্কুল এন্ড কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে স্ব স্ব বিভাগে (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রতিষ্ঠানের

নিজস্ব শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব বিভাগে ভর্তি নিশ্চিত করেই কেবল অবশিষ্ট শূণ্য আসনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৩.০ এর উপবিধান ৩.২ ও ৩.৩ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যাবে।

৪। ভর্তির ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ, প্রকাশ এবং মাইগ্রেশনঃ

প্রাথমিকভাবে এক (০১) টি পর্যায়ে ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত পর্যায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। প্রাথমিক নিশ্চায়ন সাপেক্ষে প্রতি পর্যায়ে পছন্দক্রমানুযায়ী অটোমাইগ্রেশন হবে এবং, প্রযোজ্য হলে, মাইগ্রেশন সর্বদাই পছন্দক্রমানুসারে উপরের দিকে যাবে।

- একজন শিক্ষার্থী তার আবেদনের সময় দেয়া কলেজ পছন্দক্রম ও এসএসসি/সমমান পরীক্ষার ফলাফল, কোটা, ইত্যাদির ভিত্তিতে শুধুমাত্র ১টি কলেজেই নির্বাচিত হবে।
- নির্বাচিত শিক্ষার্থী নিজেই অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমে বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য ফি বাবদ ৩৪০/- (তিন শত চল্লিশ) টাকা জমা দিয়ে নির্বাচন নিশ্চায়ন করবে। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ৩৪০/- (তিন শত চল্লিশ) টাকা জমা দিয়ে নির্বাচন নিশ্চায়ন করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষার্থীর নির্বাচন ও আবেদন বাতিল হয়ে যাবে। আবেদন বাতিলকৃত শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য পুনরায় আবেদন ফি জমা দিয়ে নতুন ভাবে আবেদন করতে পারবে।
- যে সকল শিক্ষার্থী কোন একটি পর্যায়ে আবেদনকৃত কোন কলেজেই সিলেকশন পাবে না তারা পুনরায় আবেদন ফি ব্যতীত এবং যারা ইতোপূর্বে কোন কলেজেই আবেদন করে নাই তারা আবেদন ফি জমা দেয়া সাপেক্ষে পরবর্তী পর্যায়ে আবেদন করতে পারবে।
- ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের পর নির্দিষ্ট তারিখে শিক্ষার্থীদেরকে SMS-এর মাধ্যমে ফলাফল জানানো হবে। তাছাড়াও শিক্ষার্থীগণ আবেদন পোর্টাল (www.xiclassadmission.gov.bd) হতে ভর্তির বিস্তারিত ফলাফল জানতে পারবে।

৫। কলেজে ভর্তিঃ নির্ধারিত তারিখে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক নিশ্চায়িত শিক্ষার্থীদের তালিকা আবেদন পোর্টাল www.xiclassadmission.gov.bd-এ দেয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ তা ডাউনলোড করে নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করবেন। অতঃপর ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখে শিক্ষার্থী কলেজে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও অনুমোদিত ফি জমা দিয়ে ভর্তি চূড়ান্ত করবে।

৬। ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশ, ভর্তি ও ক্লাস শুরু:

ক্রমিক	বিষয়	তারিখ
৬.১	ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ (যারা পুনঃনিরীক্ষণসহ পুনঃমূল্যায়নের জন্য আবেদন করবে, আবেদনের যোগ্য হলে তাদেরও এই সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে)	০২/০৯/২০২৬ (বুধবার) থেকে ১০/০৯/২০২৬ (বৃহস্পতিবার) (রাত ৮:০০ টা পর্যন্ত)

ক্রমিক	বিষয়	তারিখ
৬.২	শুধুমাত্র পুনঃনিরীক্ষণসহ পুনঃমূল্যায়নে ফলাফল পরিবর্তিত শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ	১২/০৯/২০২৬ (শনিবার) থেকে ১৩/০৯/২০২৬ (রবিবার) (রাত ৮:০০ টা পর্যন্ত)
৬.৩	পছন্দক্রম পরিবর্তনের সময়	১২/০৯/২০২৬ (শনিবার) থেকে ১৩/০৯/২০২৬ (রবিবার) (রাত ৮:০০ টা পর্যন্ত)
৬.৪	নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ	১৬/০৯/২০২৬ (বুধবার রাত ৮ঃ০০ টা)
৬.৫	শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে নির্বাচন এবং আবেদন বাতিল হবে)	নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশের পর থেকে ১৮/০৯/২০২৬ (শুক্রবার) (রাত ৮:০০ টা পর্যন্ত)
৬.৬	পছন্দক্রম অনুযায়ী মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	১৯/০৯/২০২৬ (শনিবার রাত ৮:০০ টা)
৬.৭	ভর্তি	২০/০৯/২০২৬ (রবিবার) থেকে ২২/০৯/২০২৬ (মঙ্গলবার)
৬.৮	ক্লাস শুরু	২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বুধবার)

০১/০৯/২৬

(প্রফেসর সৈয়দ আক্তারুজ্জামান)

সভাপতি

বাংলাদেশ আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

ও

চেয়ারম্যান

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।